টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

Regd. No. C. 853

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
★
সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৩
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

উৎখাতিতের জবানবন্দী

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

সাগরদীঘি, ২রা এপ্রিল—ভাষা আন্দোলনের নামে আসামে বাঙ্গালী বিতাড়ণের ফলে অনেককেই পঃ বঙ্গ চলে আসতে হয়েছে। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি কোর্সের ৫ম বর্ষের ছাত্র শ্রীবিজয়কুমার বসুও ঐ রকম একজন বাঙ্গালী, তিনি চাকরীর খোঁজে এখানে এসেছিলেন।

গোয়ালপাড়া জেলার রুঙ্গিয়া গ্রামের ঐ যুবকটির কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, আসামে ভাষা আন্দোলনের নামে বাঙ্গালী বিতাড়ণ চলছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী চাকুরি প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা সেখানে গরিষ্ঠ বলেই তাঁদের উপর এই ধরণের অত্যাচার সুপরিকল্পিতভাবে চালানো হয়েছে। তাঁর পিতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু রুঙ্গিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। আন্দোলনকারীরা তাঁকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে জীবনের মত তিনি অকর্ম্মন্য হয়ে পড়েছেন। তারা তাঁর বাবাকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব হয়ে তাঁদেরকে গত ২৬শে অক্টোবর এক জামা-কাপড়ে পঃ বঙ্গে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসনও আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়েছেন—বাঙ্গালীদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই করেননি।

এদিকে পঃ বঙ্গ সরকারও তাঁদের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রী করাও হচ্ছে না। তাঁদেরকে সরাসরি আসাম ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পেলে তাঁরা ফিরে যাবেন কিভাবে? ১৯৭২ সালের আগেও শ্রীবিমলাপ্রসাদ চাহিলা এবং শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া—এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে তাঁদেরকে একই কারণে এই রাজ্যে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে এবার আন্দোলনকারীদের পাশবিকতা আগের দু'বারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তারা ছাত্রীদেরকেও বর্বর পশুর মত আক্রমণ করে ধর্ষণ করেছে, অনেককে মেরে ফেলেছে। সুতরাং ভিক্ষে করে খেতে হয় তাও স্বীকার, জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পেলে তাঁরা কোন মতেই ফিরে যাবেন না। মন্ত্রীরা যতই চেঁচান না কেন

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

হাকিম নড়ে, হুকুম নড়ে না

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৯শে মার্চ্চ—বলা হয়ে থাকে 'হাকিম নড়ে, হুকুম নড়ে না'। কথাটির যে নড়ন-চড়ন হয়, তার নিদর্শন ফরাক্কা থানার কেন্দুয়াগ্রামে খোঁজ নিলেই মিলবে। আজ থেকে বাইশ বছর পূর্বে স্বাধীন সরকারের আশ্বাসে একটি আউটডোর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য সেখানকার ঘোষ পরিবার প্রয়োজনীয় জমি এবং চাঁদা ও দানস্বরূপ কয়েক হাজার টাকা জমা দেন। এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সভায় তদানীন্তন জেলা ও মহকুমা শাসকদ্বয়ের উপস্থিতিতে এই দান-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর বহু জন-দরদী সরকার এলেন আর গেলেন। চিঠি, তদ্বির, ধর্ণা সব পথ ছেড়ে বিপথে। পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত ওই অঞ্চলটি আজো চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ্যালোপ্যাথি নয়, নয় হোমিপ্যাথিও। ভরসা কেবল টেলিপ্যাথি—ঝ ড়-ফুঁ কই একমাত্র সান্ত্বনা। শেষ ভরসা—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এ সম্পর্কে।

গ্রামবাংলায় ছিনতাই-রাহাজানি বাড়ছে

৩ জন ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

পলষণ্ডা, ৩১শে মার্চ্চ—খরার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছিনতাই-রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির ঘটনা সমানে বেড়েই চলেছে। গতকালই গ্রামের মেঠোপথে এবং ৩৪নং জাতীয় সড়কে ছিনতাইয়ের দুটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ৩৪নং জাতীয় সড়কের মেহেদীপুরে চলন্ত ট্রাক কেটে উনিশ হাজার পাঁচশত (৩৯ পেটি) দামী সিগারেট নিয়ে পালাতে গিয়ে ফরাক্কা থানা এলাকার আমেদ সেখ, সামসুদ্দিন সেখ এবং রব্বান সেখ নামে তিনজন ছিনতাইকারী হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। নবগ্রাম পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে।

সাগরদীঘি থেকে নিমগ্রামের এক দোকানদার জিনিসপত্র কিনে গরুর গাড়ী করে যাবার সময় দেবগ্রাম এবং আইড়ার মাঝে একদল ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়ে সমস্ত খোয়ান। ছিনতাইকারীরা গরু-গাড়ীর পথরোধ করে জিনিসপত্রগুলি কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

দেহভস্ম পরীক্ষা

সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ দীর্ঘদিন ধরিয়া নেতাজীর জীবিত থাকার কথা বলিয়া আসিতেছেন। সোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীগুহ এখনও সেই অতন্ত্র সাধনায় ব্রতী আছেন। শ্রীনেহরুর সময় হইতে নেতাজী তদন্ত কমিশনগুলি সরকার নির্দিষ্ট পথে কাজ করিয়া (স্বাধীনভাবে নয়) নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।

কিন্তু জনগণ আশ্বস্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়, আবার বর্তমান তদন্ত কমিশন (খোসলা কমিশন)। এই কমিশনকেও সেই একই ধাঁচে কাজ করিতে হইতেছে। কমিশনকে শ্রীগুহ জানাইয়াছেন, নেতাজীর দেহভস্ম হিসাবে যাহা জাপানের রেনকোজী মন্দিরে রক্ষিত আছে, তাহার রাসায়নিক পরীক্ষা হোক। শ্রীগুহের ধারণা, ইহা কোন মানুষের দেহভস্ম নয়। তিনি বলেন যে, জাপানে নেতাজীর দেহভস্ম-বাহক শ্রীনারায়ণ এক সংবাদিক সম্মেলনে উক্ত ভস্ম নেতাজীর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জাতির জনকও এক সময় বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু বিশ্বাস করেন নাই।

যাহা হউক, শ্রীগুহ যে দাবী তুলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বর্তমান কমিশন কী করিবেন? যেখানে কেবল একটি অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস এবং যেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অবকাশ নাই, সেখানে এইরূপ রাসায়নিক পরীক্ষা চালানর কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। শ্রীগুহ যেভাবে নেতাজী সম্পর্কে প্রচুর পরিশ্রম করিতেছেন এবং সংসদে ও বাহিরে যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রতিটি নেতাজীপ্রিয় মানুষের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বাড়িতেছে।

এ পর্যন্ত পূর্বনিযুক্ত নেতাজী তদন্ত কমিশনগুলি নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের সম্পর্কে যেভাবে কাজ করেন, তাহাতে একটি বিশেষ অংশের মানুষ ছাড়া আর কেহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস না করা ব্যক্তির সংখ্যা হাজারে, লক্ষে, কোটিতে রহিয়াছে। নহিলে একের পর এক কমিশন বসান হইতেছে কেন? আর যে কমিশনই হউক, আপন ইচ্ছামত কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে যে প্রকৃত কাজ হইবে না অর্থাৎ নেতাজীর মৃত্যু-রহস্যের আসল কিনারা কোন দিনই মিলিবে না তাহা নিশ্চিত।

বুর্জোয়া ও সোস্যালিষ্ট ভুঁড়ি

কিছুদিন আগে শাসকদলের এক প্রধানের সহিত বিরোধীদলের অপর এক প্রধানের কথাবার্তায় উল্লেখিত শব্দ দুইটি শুনা যায়। শাসকদল-নেতা বিরোধীদল-নেতার বুর্জোয়া ভুঁড়ি দেখিলেন; অপরপক্ষে শেষোক্তজন পূর্ব নেতার সোস্যালিষ্ট ভুঁড়ির সন্ধান পাইলেন। উভয়ের সাক্ষাৎকার নিছক প্রীতিবিনিময়মূলক। তবে সংবাদ পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি শুষ্কোদর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদের কৃচ্ছ্রসাধন, তাঁহাদের দিন-যাপনের অভিশাপ, তাঁহাদের সংসার জীবনের গ্লানি আর কোথাও ভুঁড়ির সঞ্চার করিতেছে। যাঁহাদের আমরা প্রিয় করিয়াছি, তাঁহারাই সেই ভাগ্যবানের দল।

সাধারণতঃ বলা হয়, ভুঁড়ি নাকি নিশ্চিন্ত ও আয়েশী জীবনের একটি চিহ্ন। তাহা হইলে ধরিয়া লওয়ার দোষ কী যে, কি শাসকদল, কি বিরোধীদল—নেতৃত্বে আসীনদের সোনার চামচা মুখে দেওয়া নিরুপদ্রব দিন গতকাল যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে এবং আগামীকাল একই থাকিবে। জীবন-যাত্রা নির্বাহের দুঃস্বপ্ন তাঁহাদের জন্য নয়। 'বন্ধুগণ, আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে……এ লড়াই বাঁচার লড়াই……আমরা গরীবী রাখব না ….তার জন্যে আমাদের সর্বপ্রকার ত্যাগ ও দুঃখ বরণে প্রস্তুত থাকতে হবে……সামনে সৌভাগ্যের অরুণোদয়' ইত্যাদি মঞ্জুবাণী তাঁহাদের জন্য নয়, দলে-দলে-পথে নামা মদতদাতাদের জন্য যাঁহারা বিড়ম্বিত গৃহজীবনের তিক্তস্বাদ এড়াইতে 'বাহির কৈনু ঘর।'

দীর্ঘদিন দুবিসহ শাসন-যন্ত্রণায় অস্থির এই রাজ্যবাসী শাসক বদল করিয়াছিলেন। বুর্জোয়া ভুঁড়িদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থগৃধ্নুতা সে স্বর্ণস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। সোস্যালিষ্ট ভুঁড়ি হালে পানি পাইয়াও দেহভারে শ্লথ; তাই কর্মযজ্ঞে অনীহা। অন্যধারে ব্যাপক খরা, চৈত্র কড়া, দরও চড়া—আর কর্মকালের সালতামামী অন্তে বুর্জোয়া ও সোস্যালিষ্ট মিলন সার্থক।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

নবাবের দেউলিয়া হইবার প্রার্থনা

মুর্শিদাবাদের নবাববংশীয় নবাব সৈয়দওয়ালা কাদের হোসেন আলি মির্জার পুত্র পিতার নিকট টাকা পাইবেন বলিয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করেন। পিতা গ্রেপ্তার-দায়ে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেউলিয়া বলিয়া গণ্য হইবার প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ নবাব আদালতে বলেন যে, গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তিনি মাসিক তিন হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার পোষ্যের সংখ্যা অনেক। এই বৃত্তিতে তাঁহার চলে না; কাজেই বাজারে বহু সহস্র টাকা দেনা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রই তাঁহার নিকট হইতে ২০ হাজার টাকা পাইবার জন্য ডিগ্রী পাইয়াছে ও তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে। জজ নবাবকে দেউলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পুত্রের প্রার্থনা অনুসারে নবাবের সম্পত্তি রিসিভারের হাতে দিবার আদেশ দিয়াছেন।

'জঙ্গিপুর সংবাদ'
১৭-৪-১৩২৩ ইং ২-৮-১৯১৬

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(১৬)

মহকুমা শাসক হয়ে এলেন অদ্বৈত সামন্ত মহাশয়। তিনি এই নাটক দেখে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন "আরো ভালভাবে তৈরী কর, ৫।৭ রাত্রি অভিনয়ের ভার আমি নিলাম। কথাটা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি; পরবর্ত্তীকালে দেখা গেল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারদের অভ্যর্থনার জন্য তিনি এই নাটক অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং প্রতি রাত্রির অভিনয়ের জন্য আমাদের ২৫৲ টাকা করে দিবেন। সেই সময় Soldier march করে এখানে আসে। এই নাটক দিয়ে তিনি তাঁদের অভিনন্দিত করেন। নাটক শেষে Soldiers দের সঙ্গে যে বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু এসেছিলেন তিনি Green room-এ এসে আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

(১৭)

আর একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। দ্বারিকবাবু উকিলের ছেলের অন্নপ্রাশন। তাঁর বাড়ীর সামনে তিনি এই নাটকের অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন, যাবতীয় খরচ তাঁর। আমরা যখন make up নিচ্ছি আমাদের কোর্টের দু'জন মুন্সেফ-বাবু জগদীশ গুপ্ত ও নগেন সরকার মহাশয় Green room'এ এসে হাজির। তাঁদের দেখে ত আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা Green room'এ, উত্তরে বললেন আমরা আজ সম্পূর্ণ নাটকটি দেখব বলে এসেছি, এর পূর্বে ম্যাকেঞ্জি পার্কে সবটা দেখা হয়ে উঠেনি আমি দ্বারিকবাবুকে খবর দিই, তিনি তাঁদের নিয়ে গিয়ে বাইরে বসিয়ে দিলেন। এদিকে মজা হয়েছে দ্বারিকবাবু তাঁর এই সামাজিক কাজে মুন্সেফবাবুদের নেমন্তন্ন করেননি। কি লজ্জার কথা। কিন্তু তাঁরা ও সব কিছু মনে না করে সম্পূর্ণ নাটকটী দেখলেন। দ্বারিকবাবু অবশ্য শেষকালে তাঁদের মিষ্টি মুখ না করে ছাড়েননি। এই অসহায় অবস্থা থেকে দ্বিজবাবু দ্বারিকবাবুকে উদ্ধার করেন।

তারপর দিন কোর্টে নগেনবাবু আমাদের অভিনয়ের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন। সত্য কথা বলতে গেলে "শক্তির মন্ত্র" আমাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। সুবোধবাবু মহকুমা-শাসকের আমলে এই বই-এর একটি ভূমিকা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়তে হয়েছিল। ট্রেজারীর পোদ্দার নৃপেনবাবু টাকা নিয়ে সদরে যান সেখানে তিনি সরকারী কাজে আটক পড়ে যান। অভিনয়ের দিন আসতে পারবেন না বলে খবর পাঠান। মাত্র হাতে ১ দিন সময়। আমার মেজ ভ্রাতার সম্বন্ধী সেই সময় এখানে ছিল, তার নাম শিবু স্বাস্থ্যও ভাল দেখতেও চমৎকার। এক দিনের মধ্যে তাকে তৈরী করলাম। প্রথম রাত্রি অপেক্ষা দ্বিতীয় রাত্রে চমৎকার অভিনয় করে সকলের প্রশংসাভাজন হয়। তাই বলছি এক এক সময় এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় যে তার সমাধান করা দুরূহ হয়ে পড়ে। "শক্তি মন্ত্রের" পর আমাদের দীর্ঘ বিরতি ও নাট্য আন্দোলনের ৩য় পর্ব্ব এইখানে শেষ।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র-কার্যালয় স্থানান্তরিত

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের পরিচালক জানাচ্ছেন যে, এই কার্যালয় মাষ্টারপাড়া হতে বর্তমানে মহারাজা লালগোলা রোডে স্থানান্তরিত হয়েছে। কাজেই জনসাধারণকে জানান যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে নতুন অফিসে যান।

নতুন স্কুল খুলল

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের অধীনে রাণীনগর গ্রামে একটি জুনিয়র হাই স্কুল খুলেছে। গ্রামের বেকার শিক্ষিত যুবকেরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে করে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে দাঁড় করান যায়। তাঁদের শ্রমদান প্রশংসনীয়।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

ফতেগড়ের কামপিলে একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল করতে দেওয়ার দাবীতে একদল ছাত্র ঐ কেন্দ্রের কয়েকটি ঘরে আগুন লাগায় বলে খবর।

—কাম (কাম না, রাষ্ট্রভাষায় কর্ম) ফতেহ্ করতে পিলে চমকান ব্যাপার!

* * *

আরও খবর: কাম ফতেহ্ করতে রেডিমেড উত্তর পাওয়ার আশায় পায়রার পায়ে প্রশ্ন বেঁধে উড়িয়ে দিলেও পায়রা যথাস্থানে নামল না।

—পায়রা বিশেষ পত্রদূত বলেই এ দৌত্যের বংশগতি পাবে কোত্থেকে?

* * *

মাঠের কেজি প্রমাণ ইঁদুর ধরে বাজারে ২ টাকা কিলো দরে তার মাংস বিক্রি করা হচ্ছে মোকামার এক জায়গায়।

—বিহার কা চুহা ইত্না বুড়া, লেকিন বঙ্গাল কা চুহা অ্যায়্সা নহীঁ হোতা ক্যোঁও? আদমিয়োঁ সে তফাৎ হ্যায়্ না?

* * *

বাঘ প্রকল্প: একটি মমতাময় প্রয়াস

—সংবাদের হেডলাইন

—এক ধারে মমতাময়,
অন্য ধারে মহাভয়!

জীবন্মৃতা বালিকা উদ্ধার

গনকর, ৩১শে মার্চ্চ—আজ স্থানীয় গাজল সরকারের পাঁচ বৎসরের কন্যা স্নান করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে যায়। কয়েকজন স্নানার্থী বহু চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে অসমর্থ হন। শেষে রবীন্দ্র সংঘের সদস্য শ্রীধূর্জটী ব্যানার্জী, শ্রীনারায়ণ ব্যানার্জী ও শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। বর্ত্তমানে সে আরোগ্যের পথে।

দোকান মালিকেরা কর্ম্মচারীদের ছাঁটাইয়ের হুমকি দিচ্ছেন

সাগরদীঘি, ২৮শে মার্চ্চ—'সপস্ এ্যাণ্ড এস্ট্যাব্লিশমেন্ট' আইনের আওতায় আসা সত্বেও বন্ধের দেড় দিন ছুটি চাইলে দোকান এবং মিল মালিকেরা কর্ম্মচারীদের ছাঁটাইয়ের ভয় দেখাচ্ছেন—সাগরদীঘি দোকান কর্ম্মচারী সমিতির ৩য় বার্ষিকী সম্মেলনে আজ এ অভিযোগ আনেন উপস্থিত দোকান কর্ম্মচারীরা। তাঁরা আরও অভিযোগ করে বলেন যে, এই সমিতিকে মালিকপক্ষ সমর্থন করেন না। তাঁরা বন্ধের দেড় দিন কর্ম্মচারীদের ছুটি দেন না বরং অন্যান্য দিনের মতই সমানে কাজ করান। পরিদর্শকের পরিদর্শনের খবর তাঁরা আগে থেকেই পেয়ে যান, ফলে তাঁরা সাবধান হয়ে যান। এই সমিতি বর্ত্তমানে নানা কারণে দ্বিধাবিভক্ত এবং মালিকপক্ষও কর্ম্মচারীদের নানাভাবে সমিতির কার্য্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত করছেন। কর্ম্মচারীরা এই সম্মেলনে দোকানগুলি নথীভূক্তকরণ এবং তাঁদের নিয়োগপত্র ও হাজিরা বহির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা পরিদর্শকদেরও বড় বড় মহাজনদের গদীতে না গিয়ে নিরপেক্ষ পরিদর্শনের আবেদন জানান। আগামী ১লা মে 'শ্রমিক দিবসে' ২১ জন সদস্য নিয়ে একজিকিউটিভ কমিটির নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

পুলিশের হেফাজত থেকে মহিলা সমিতির জিনিসপত্র উধাও

সাগরদীঘি, ৪ঠা এপ্রিল—সম্প্রতি দেবগ্রামে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীর বাড়ী থেকে মহিলা সমিতির খাদ্য বিভাগের কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র খোয়া গেছে। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য ঐ পুলিশ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে ঐ সকল জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ হয়ে তাঁর দায়িত্ববোধের বহর দেখে গ্রামবাসীরা অবাক হয়েছেন। যে রাত্রে জিনিসগুলি খোয়া যায় তারপর দিন সকালে তাঁকে আর ঐ গ্রামে দেখা যায়নি। এই থানা থেকে তাঁর কর্ম্মস্থলে খোঁজ নিয়েও হদিশ পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সাগরদীঘি থানায় ডায়েরী করা হয়েছে।

ঘটনা—দুর্ঘটনা

সাগরদীঘি, ২৮শে মার্চ্চ—আজ সন্ধ্যা নাগাদ এই থানার ৩৪নং জাতীয় সড়কের রতনপুর মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হতে গিয়ে ফরাক্কাগামী মাল বোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকের (নং ডব্লিউ, বি, কে-৮৫১৫) চাকায় পিষ্ট হয়ে ঐ গ্রামেরই শ্রীরঞ্জিত মাল (৩৬) ঘটনাস্থলেই মারা যান। ট্রাকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সম্প্রতি ইমামনগর গ্রামের আইয়ুব সেখ (৭০) ও খৈরাটী গ্রামের গোলক মালের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। দীর্ঘদিনের অনাহারই তাঁদের মৃত্যুর কারণ বলে প্রকাশ।

গতকাল এই থানার এ, এস, আই শ্রীনজরুল ইসলাম মোরগ্রাম ষ্টেশনে ফরাক্কা ব্যারেজের আধ-বস্তা চোরাই লোহাসহ দুইজনকে আটক করেন। প্রকাশ, ফরাক্কা ব্যারেজের ঐ লোহা নিয়ে জেদার সেখ এবং সাদের সেখ ৩৪৩নং আপ ব্যাণ্ডেল—নলহাটী প্যাসেঞ্জারে ঐ ষ্টেশনে উঠতে গেলে শ্রীইসলাম হাতেনাতে তাদের ধরে ফেলেন।

জেলা রায়ত এ্যাসোসিয়েশনের সভা

বোখারা, ২৫শে মার্চ্চ—আজ বোখারা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে মুর্শিদাবাদ রায়ত এ্যাসোসিয়েশনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চারণ কবি গুমানী দেওয়ান। সভায় আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে তিন একর জমির উর্দ্ধে দ্বিগুণ খাজনা নির্দ্ধারণ রোধ ও রায়তদের বিভিন্ন সুখ-সুবিধার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ। অতঃপর সাগরদীঘি আঞ্চলিক এ্যাড্ হক কমিটি গঠনের প্রস্তাবের পর সভা শেষ হয়।

অঞ্চল অফিস উদ্বোধন

অরঙ্গাবাদ, ২৪শে মার্চ্চ—সুতী ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস জগতাই-অরঙ্গাবাদ-মহেশাইল অঞ্চলের এডমিনিষ্টেটর হিসাবে জগতাই অঞ্চল অফিসটি নির্ম্মাণ করেন। সম্প্রতি তিনি ভগবানগোলা ব্লকে বদলী হয়েছেন। যাবার আগে তিনি ঐ অঞ্চল অফিসটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডি, এন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য্য মহাশয়। শ্রীবিশ্বাস বহু জনহিতকর কাজের সংগে জড়িত ছিলেন।

অধ্যাপক সংসদের নির্ব্বাচন

অরঙ্গাবাদ, ২৪শে মার্চ্চ—ডি, এন কলেজের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক নির্ব্বাচন আজ সম্পন্ন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস শিক্ষক সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ঐ পদে ১৯৭০ সাল থেকেই নির্ব্বাচিত হয়ে আসছেন। নির্ব্বাচন শেষে ঐ সভায় এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুজন নির্ব্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি সভা শেষে তাঁদের গভর্ণিং বডি হতে পদত্যাগের পত্র দু'খানি অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পেশ করেন। একজন নীতির ভিত্তিতে ও অন্যজন ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য পদত্যাগ করেন। তাঁদের পদত্যাগকে কেন্দ্র করে অনেক অভিযোগ সভায় পেশ করা হয়। শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন যেন তিনি মাটির সংগে যাঁদের যোগাযোগ আছে তাঁদের বক্তব্য অনুসারে কলেজ পরিচালনা করেন। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য বলেন যে এই গ্যাংরিণ একদিনে হয়নি সুতরাং সারতেও অনেক সময় লাগবে।

অধ্যক্ষ আচার্য ভুল স্বীকার করেন এবং সকলকে কলেজ গড়ার কাজে সমবেতভাবে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি শিক্ষক প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন তাঁদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ এখনও পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করা হয়নি।

গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধে কংগ্রেসী সংগঠন

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা মার্চ্চ—গতকাল মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মহঃ সোহরাবের বাসগৃহে জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত ব্লকের যুব, ব্লক কংগ্রেস এবং ছাত্রপরিষদ নেতাদের নিয়ে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে আলোচনা সভায় ৩০ জন সদস্যের একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতিত্ব করবেন সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক। আগামী ৯ই এপ্রিল এই মহকুমার প্রতিটি ব্লকে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করা হবে।

উলটা পুরাণ

চিন্তামণি বাচস্পতি

ভাবিতেছিলাম বিজ্ঞাপনের বিষয়ে। দাড়ি কামানোর ব্লেডের বিজ্ঞাপনেও নারীদেহের নগ্ন প্রচার। সিগারেটের বিজ্ঞাপনে তো নারী অগ্নি-সংযোগ-কারী। পোষাকের বিজ্ঞাপন হইতে মদের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত তাবৎ প্রচারে নারীর আনন অথবা দেহ বিরাজমান। কিন্তু কেন?

এমন হইতে পারে যে, পুরুষকে বোকা বানাইতে এই সব রমণীময় বিজ্ঞাপন। চটকে ভুলিয়া, আসল বস্তুর গুণাগুণ বিচার না করিয়া, পুরুষ ক্রেতা পটে পটীয়সীর মোহে পকেট উজার করিয়া দিবে। কিন্তু কেবল পুরুষেরাই কি ক্রেতা?

অবশ্যই। মুখে যতই বলি না কেন স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ—আসলে পুরুষের শ্রমেই বিলাসিনীদের বিলাস। পুরুষ রোজগার করিতে প্রাণপাত করে, আর নারীরা সাজসজ্জা করিয়া পুরুষের মন ভুলায়। নারীরা কি বুর্জোয়া!

তবু একটি কথা থাকিয়া যায়। নারীদের যদি সম্ভ্রমবোধ থাকে তবে তাহারা পুরুষের ভোগ্যপণ্যের পসরা হয় কেন? এই আত্মাবমাননাকর বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করে না কেন? তাঁহাদের কি আত্মমর্যাদা নাই?

দাদাঠাকুর বুঝি ভর করিলেন। মনে হইল শুধু কাগজে বিজ্ঞাপন কেন, পথে-বিপথে চলমান বিজ্ঞাপনগুলিই কি কিছু কম যায়? ফুল যেমন ভ্রমরা আকৃষ্ট করিবার জন্য আপনাকে বিকশিত করিয়া দেয়, নারী তেমনি আপনাকে অনাবৃত্ত করিয়া পুরুষের কামনাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত। সেইজন্য ব্লাউজের বেআব্রু ছাঁট; শাড়ির অশ্লীল ভাঁজ আর খাজ, পেটিকোটের নক্সী দোল। এমন কি কিশোরীরা কাঠি কাঠি ঠ্যাং দুইখানার বেমানান নগ্নতায় বাহাদুরী দেখাইতেছে। পুষ্পের তবু একটা প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু এই নিলজা নারীদের উদ্দেশ্যটা কি?

ইহাই বোধহয় স্ত্রীবুদ্ধি। তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধহয় নিজদিগকে সস্তা পণ্য করিয়া তুলিতে নির্বোধ আনন্দ পায়। আত্মমর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা কি তাহা তাহারা বুঝি অনুভব করিতে পারে না। ভাবিতেছি, এই সব দিক ভাবিয়া দেখিবার মতো সুবুদ্ধি নারীসমাজের আছে কি?

খাদ্যের দাবীতে ডেপুটেশন

সাগরদীঘি, ৩রা এপ্রিল—আর, এস, পি-র নেতৃত্বে খাদ্যের দাবী জানিয়ে আজ একটি বিক্ষোভ-মিছিল বি, ডি, ও অফিসে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিটি গ্রামের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলতে হবে, গ্রামের যে সকল মানুষ কাজ করতে চান তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভাবে টি, আর চালু করতে হবে এবং জি, আর বাড়াতে হবে, গ্রামের মধ্যবিত্ত মানুষের জমি বন্ধক রেখে ঋণ দিতে হবে—এই তিন দফা দাবী ঐ স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপি পেশ করার আগে এখানে এক জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীদেবু ব্যানার্জী, শ্রীশিবু সান্যাল, অশোক চ্যাটার্জী প্রমুখ। তাঁরা খরা-পীড়িত গ্রামগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে অবিলম্বে খরার মোকাবেলা না করলে মহামারীর আশংকা রয়েছে। সাগরদীঘি থানা এলাকায় দুর্ভিক্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁদের এই তিন দফা দাবী পূরণ না করলে জনসাধারণ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন।

কারসাজির শিকার

মির্জাপুর, ২রা এপ্রিল—আরাডাঙ্গা আদিবাসী স্কুলটি চালু করেন তিনজন উদ্যোগী যুবক, যাঁদের মধ্যে একজন স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, নাম শ্রীহোপনা সরেন। শ্রীহোপনা সরেন ঐ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। কিন্তু বিদ্যালয় অনুমোদনের পর দেখা গেল আগের খাতাপত্র উধাও হয়ে গেছে এবং নূতন খাতায় তাঁর নাম পঞ্চম স্থানে। খবরে প্রকাশ, শ্রীসরেনের শ্বশুর ঐ স্কুলের সম্পাদক। তিনি স্কুলের জন্য নিজের জায়গা ও চালাঘর দান করেছেন। তিনিও এ ব্যাপারে মর্মাহত। শোনা যাচ্ছে, স্কুলের প্রথম শিক্ষক নাকি স্থানীয় একদল যুবকের সঙ্গে কারসাজি করে এই কাজ করেছেন। এম-এল-এ, ডি-আই, ডি-পি-আই, এস-আই, থানা সেক্রেটারী এবং ট্রাইব্যাল অফিসারের কাছে শ্রীসরেন প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে প্রতিকার চেয়েছেন।

সোনায় সোহাগারা সাবধান

ধুলিয়ান, ২৪শে মার্চ্চ—ইদানীং এই শহরে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর ‘পেতলে সোনার’ ফাঁদে অনেককেই নাজেহাল হতে হচ্ছে। এই সব ব্যবসায়ীরা পেতলের বাঁটকে এ্যাসিড জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে অস্থায়ী সোনায় রূপান্তরিত করে সস্তা দরের লোভ দেখিয়ে শহর এবং আশেপাশের নিরীহ লোকদের ঠকাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে ঐ সমস্ত ‘পেতলে-সোনা’ কিনতে বাধ্য করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে চুপচাপ কেন?

খেলার খবর

মির্জাপুর, ১লা এপ্রিল—আজ মনিগ্রাম কিশোর সংঘ পরিচালিত রামধন স্মৃতি ভলিবল ফাইন্যাল প্রতিযোগিতায় মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। বিজয়ী দলের শ্রীহরদয়াল প্রসাদ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

ঐ দিন মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব জিয়াগঞ্জ লোড়াপার্কে অপর এক প্রতিযোগিতায় বহরমপুর রূপালী সংঘকে পরাজিত করে। উল্লেখ্য, বিজয়ী দল গত বছরও এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও [illegible] ঘরে ঘরে ঝুল ও [illegible] না।

জটিলতাহীন এই কুকারটি [illegible] [illegible] আপনাকে [illegible] দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. [illegible]

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] [illegible]

[illegible]

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

[illegible] কলিকাতা-[illegible]

চলছে—চলবে (?)

জঙ্গিপুর, ১লা এপ্রিল—চারিদিকে বালুর চরা সৃষ্টি হওয়ায় এবারে এই চৈত্র মাসে জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের মানুষের গঙ্গায় স্নান একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র স্নানের জল জঙ্গিপুর পারের নালার ঘাটে আছে, সেখানে যেমন দুই পারের অনেক মানুষ স্নান করে, সেই রকম মানুষের পাশাপাশি কতগুলি গরু মোষকেও রোজই স্নান করাতে দেখা যায়। প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদ গ্রাহ্যও হয় না।

* * *

আবার এই ঘাটে যাওয়ার ব্যাপারে জঙ্গিপুর পারের মেয়েদের একটা বিরাট সমস্যা পাশেই তাড়িখানা। ধনপতনগর, লালখাঁন দিয়াড় প্রভৃতি মফঃস্বল এলাকার যে মেয়েরা নিত্য বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে যাতায়াত করে তাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ—একটু অবসর পেলেই তাড়ি পান রত কিছু মানুষ অশালীন মন্তব্য করে। অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু তাড়িখানা সরেনি।

অবহেলিত গ্রামবাংলা

জঙ্গিপুর. ২৪শে মার্চ্চ—এই এলাকার হিলোড়া, আহিরণ, মালডোবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কুকুরে কামড়ের প্রতিষেধক ইন্জেকশন থাকে না। ফলে এই এলাকার লোককে কুকুরে কামড়ালে দীর্ঘ পথ হেঁটে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসতে হয়।

১ম পৃষ্ঠার পর, [**উৎখাতিতের জবানবন্দী**]

আসামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক—তাঁরা কখনই বিশ্বাস করেন না। ফিরে গেলেই ঐ পশুরা তাঁদের উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শ্রীবসু বললেন যে, কাগজে বেশী লিখবেন না তা'হলে হয়ত আমাদেরকে সরকার আর কোন সাহায্যই করবেন না! তাঁরা চুঁচুড়ায় আত্মীয়ের বাড়ীতে আছেন। সেখানে বসে বসে তো আর খাওয়া যায় না। এতদিন তাঁরা দেখলেন, এখন আর নয়। তাই চাকরীর খোঁজ করতে করতে তিনি এখানে এসে পড়েছেন। অনেকেই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

অগ্নিসংযোগ

নিমতিতা, ২রা এপ্রিল—গত ২৯শে মার্চ্চ রাত্রে চাচণ্ড জালাদিপুর-বাসুদেবপুর হাই স্কুলে কে বা কারা অগ্নিসংযোগ করে। আগুন দেখে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও অতিকষ্টে আগুন নেভান। এই অগ্নিসংযোগে বিদ্যালয়ের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই এপ্রিল

২ মনি/৭২ ডিঃ রাসেলা খাতুন দেঃ আনেশ মহম্মদ সেখ দিং দাবি ৩২৩৩-৪০ পয়সা থানা সাগরদীঘি মৌজে চাঁদপাড়া ১২৪ শতক জমির কাত ৬'৭/৬ মধ্যে '৶৫ অংশে ৫৬ শতক হারাহারি খাজনা ২৶৭ আনুমানিক ১০০০ খং নং ১১২ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে দোগাছি ৮৩ শতকের কাত ১।৴ তন্মধ্যে ১৶৫ অংশে ৩৮ শতক হারাহারি খাজনা ৫৯ পয়সা আনুমানিক ৬০০ টাকা খং নং ১৩০

গণ ডেপুটেশন

বহরমপুর, ২৮শে মার্চ্চ—অবৈধ কার্য্যবিধির অবসান, বঞ্চিত শিক্ষকদের নিয়োগ ইত্যাদি ২১ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারক-লিপি আজ এখানে জেলা স্কুল বোর্ডে পঃ বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। বোর্ডে তাঁদের দাবীগুলির অধিকাংশই পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শ্রীভক্তিনারায়ণ সরকার এবং যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-86-B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।